দানিয়েল গ্রন্থ - সংখ্যা ঊনসত্তর

প্রজন্মগত চক্রের উন্মোচন: অ্যাডভেন্টিজমের চারটি জঘন্যতা

Jeff Pippenger
2024-02-02

ঈশ্বর কখনও বদলান না, তাই অ্যাডভেন্টবাদকে তার চতুর্থ প্রজন্মে বিচার করা হয়।

> তিনি সুতির বস্ত্র পরিহিত সেই ব্যক্তিকে ডাকলেন, যার কোমরে লেখকের কালি-শিঙা ছিল; এবং প্রভু তাঁকে বললেন, শহরের মধ্য দিয়ে, যিরূশালেমের মধ্য দিয়ে গমন কর, এবং যারা তার মধ্যে সংঘটিত সমস্ত ঘৃণ্য কর্মের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে, সেই সকল মানুষের কপালে একটি চিহ্ন দাও। আর অন্যদের তিনি আমার কর্ণগোচরে বললেন, তোমরা তার পশ্চাতে শহরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আঘাত কর; তোমাদের চোখ যেন রেহাই না দেয়, তোমরা যেন করুণা না কর; বৃদ্ধ ও যুবক, কুমারী, ছোট শিশু ও স্ত্রীলোক—সবাইকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা কর; কিন্তু যার উপর চিহ্ন আছে, এমন কোনো মানুষের কাছে যেও না; আর আমার পবিত্রস্থান থেকেই আরম্ভ কর। তখন তারা গৃহের সম্মুখে যে প্রবীণ লোকেরা ছিল, তাদের থেকেই আরম্ভ করল।

> যীশু স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের করুণা-আসন ত্যাগ করতে চলেছেন, প্রতিশোধের পোশাক পরিধান করে ঈশ্বর যে আলো তাদের দিয়েছেন তাতে যারা সাড়া দেয়নি, তাদের উপর বিচারসমূহে তাঁর ক্রোধ ঢেলে দিতে। ‘দুষ্ট কাজের বিরুদ্ধে দণ্ড দ্রুত কার্যকর না হওয়ায়, মনুষ্যপুত্রদের হৃদয় দুষ্ট কাজ করতে সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে যায়।’ প্রভু তাদের প্রতি যে ধৈর্য ও দীর্ঘ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করছেন, তাতে কোমল হওয়ার পরিবর্তে, যারা ঈশ্বরকে ভয় করে না এবং সত্যকে ভালোবাসে না তারা তাদের দুষ্ট পথে নিজের হৃদয় আরও দৃঢ় করে। কিন্তু ঈশ্বরের সহিষ্ণুতারও সীমা আছে, এবং অনেকেই সেই সীমানা অতিক্রম করছে। তারা কৃপার সীমা ছাড়িয়ে গেছে; অতএব ঈশ্বরকে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

> আমোরীয়দের বিষয়ে প্রভু বললেন: ‘চতুর্থ পুরুষে তারা আবার এখানে আসবে; কারণ আমোরীয়দের অধর্ম এখনো পূর্ণ হয়নি।’ যদিও এই জাতি মূর্তিপূজা ও পাপাচারের জন্য কুখ্যাত ছিল, তবু তারা এখনো তাদের অধর্মের পাত্র পূর্ণ করেনি, এবং ঈশ্বর তাদের সম্পূর্ণ বিনাশের আদেশ দেননি। লোকেরা যাতে কোনো অজুহাত না রাখতে পারে, সেইজন্য ঈশ্বরীয় শক্তি তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। করুণাময় স্রষ্টা চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত তাদের অধর্ম সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তারপর, যদি ভালো দিকে কোনো পরিবর্তন দেখা না যায়, তবে তাঁর বিচার তাদের উপর নেমে আসবে।

> অভ্রান্ত নির্ভুলতায় অনন্ত ঈশ্বর এখনও সকল জাতির সঙ্গে হিসাব রাখেন। যতদিন তাঁর করুণা পশ্চাতাপের আহ্বানের মাধ্যমে প্রস্তাব করা হয়, ততদিন এই হিসাব খোলা থাকে; কিন্তু যখন হিসাবের সংখ্যা ঈশ্বর নির্ধারিত এক নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছায়, তখন তাঁর ক্রোধের কার্যধারা শুরু হয়। হিসাবটি বন্ধ হয়ে যায়। ঐশ্বরিক ধৈর্যের অবসান ঘটে। তাদের পক্ষে আর করুণার জন্য কোনো আবেদন থাকে না।

> যুগযুগান্তর পেরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নবী তাঁর দর্শনে এই সময়টিকেই দেখেছিলেন। এই যুগের জাতিসমূহ অভূতপূর্ব করুণার প্রাপক হয়েছে।

স্বর্গীয় আশীর্বাদের শ্রেষ্ঠটুকু তাদের দেওয়া হয়েছে, তবু তাদের বিরুদ্ধে লিপিবিদ্ধ রয়েছে ক্রমবর্ধমান অহংকার, লোভ, মূর্তিপূজা, ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা, এবং নিকৃষ্ট অকৃতজ্ঞতা। তাদের ঈশ্বরের সঙ্গে হিসাবের খাতা দ্রুতই বন্ধ হয়ে আসছে।

কিন্তু যে বিষয়টি আমাকে কাঁপিয়ে তোলে, তা হলো—যারা সর্বাধিক আলোকপ্রাপ্তি ও বিশেষ সুযোগ পেয়েছে, তারা প্রবল পাপাচারে কলুষিত হয়ে পড়েছে। তাদের চারপাশের অধার্মিকদের প্রভাবে, অনেকে—সত্যের স্বীকারকারীদের মধ্যেও—শীতল হয়ে পড়েছে এবং মন্দের প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। সত্যিকারের ধার্মিকতা ও পবিত্রতার ওপর সর্বব্যাপী তাচ্ছিল্য, যাদের ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, তাদেরকে তাঁর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে প্ররোচিত করে। যদি তারা আলো অনুসরণ করত এবং হৃদয় থেকে সত্য মান্য করত, তবে এভাবে অবজ্ঞা ও উপেক্ষিত হলে এই পবিত্র বিধান তাদের কাছে আরও মূল্যবান বলে মনে হতো। ঈশ্বরের বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা যত বেশি প্রকাশ্য হয়, এর পালনকারীদের সঙ্গে জগতের মধ্যে বিভাজনরেখা ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক শ্রেণির মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানসমূহের প্রতি প্রেম যত বাড়ে, অন্য এক শ্রেণির মধ্যে তাদের প্রতি অবজ্ঞা ততই বাড়ে।

সংকট দ্রুতই ঘনিয়ে আসছে। দ্রুত বেড়ে চলা পরিসংখ্যান দেখায় যে ঈশ্বরের পরিদর্শনের সময় প্রায় এসে গেছে। তিনি শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক হলেও, তবুও তিনি শাস্তি দেবেন, এবং তা দ্রুতই। যারা আলোর মধ্যে চলেন তারা আসন্ন বিপদের লক্ষণ দেখতে পাবেন; কিন্তু তারা যেন শান্তভাবে, উদাসীনভাবে সর্বনাশের প্রতীক্ষায় বসে না থাকেন, এই বিশ্বাসে নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে যে পরিদর্শনের দিনে ঈশ্বর তাঁর লোকদের আশ্রয় দেবেন। একেবারেই তা নয়। তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে অন্যদের উদ্ধার করতে অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম করা তাদের কর্তব্য, এবং সহায়তার জন্য দৃঢ় বিশ্বাসে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত। 'ধার্মিক ব্যক্তির কার্যকর, আন্তরিক প্রার্থনা বহু ফল আনে।'

ঈশ্বরভক্তির খামির তার শক্তি সম্পূর্ণ হারায়নি। যে সময় গির্জার বিপদ ও দুরবস্থা সর্বাধিক হবে, তখন আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ছোট্ট দলটি দেশে যে জঘন্য কাজগুলো হচ্ছে তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবে ও কাঁদবে। কিন্তু বিশেষত তাদের প্রার্থনা গির্জার জন্যই উঠবে, কারণ তার সদস্যরা জগতের রীতিতে চলছে।

এই বিশ্বস্ত অল্প কজনের আন্তরিক প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। যখন প্রভু প্রতিশোধগ্রহণকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি সেই সকলের রক্ষক হিসেবেও আসবেন, যারা বিশ্বাসকে তার বিশুদ্ধতায় সংরক্ষণ করেছে এবং নিজেদেরকে পৃথিবীর কলুষ থেকে অকলঙ্কিত রেখেছে। এই সময়েই ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি নিজের নির্বাচিতদের পক্ষে প্রতিশোধ নেবেন—যারা দিনরাত তাঁর কাছে আর্তনাদ করে—যদিও তিনি তাদের ব্যাপারে দীর্ঘকাল সহনশীল থাকেন।

আদেশটি এই: ‘শহরের মাঝখান দিয়ে, যিরূশালেমের মাঝখান দিয়ে যাও, এবং সেখানে সংঘটিত সকল ঘৃণ্যতার জন্য যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে, তাদের কপালে একটি চিহ্ন অঙ্কিত করো।’ এই দীর্ঘশ্বাস ফেলা, ক্রন্দনরতরা জীবনের বাক্য তুলে ধরেছিল; তারা ভর্ৎসনা করেছিল, উপদেশ দিয়েছিল এবং অনুনয় করেছিল। যারা ঈশ্বরকে অসম্মান করে আসছিল তাদের মধ্যে কিছুজন অনুতপ্ত হয়ে তাঁর সামনে নিজেদের হৃদয় নম্র করেছিল। কিন্তু প্রভুর মহিমা ইস্রায়েল থেকে চলে গিয়েছিল; যদিও অনেকেই এখনও ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর শক্তি ও উপস্থিতি ছিল না। টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, ২০৭-২১০।

এই অংশে সিস্টার হোয়াইট যে ঈশ্বরের বিচারের চিত্রায়ণটি চিহ্নিত করছেন, তা হলো যিরূশালেম নগরের ওপর আনা বিচার, যা শেষকালে সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জাকে নির্দেশ করে। বিচারটি রবিবারের আইনে চূড়ান্তরূপ পায়, কারণ সেখানেই ঈশ্বরের সীলমোহর এবং পশুর চিহ্ন আরোপিত হয়। ইজেকিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ে চারটি ক্রমবর্ধমান জঘন্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম পদটি ষষ্ঠ বছরের ষষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিন উল্লেখ করে এ কথা জোর দেয় যে কৃপাকাল বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে এই দর্শনটি বোঝা উচিত।

ইজেকিয়েলের ওই ঐতিহাসিক উল্লেখটি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তিনি সহজেই লিখতে পারতেন, 'আর ঘটল যে, আমি আমার ঘরে বসেছিলাম, আর যিহূদার প্রাচীনেরা আমার সম্মুখে বসেছিলেন; তখন সেখানে প্রভু ঈশ্বরের হাত আমার উপর পড়ল।' তিনি '৬৬৬'-এর আগের দিনের উল্লেখ রেখেছেন—এটি ভবিষ্যদ্বাণী অধ্যয়নকারীদের জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইঙ্গিত। যারা পশুর নামের সংখ্যার উপর বিজয় লাভ করছে, তারা জানে যে '৬৬৬' যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্যের একটি উপাদান, যা কৃপাকাল শেষ হওয়ার ঠিক আগে উন্মোচিত হয়। তারা এটা জানে, কারণ তারা ঈশ্বরের লোক; যারা পিতরের মতে, 'পূর্বে ঈশ্বরের লোক ছিল না'।

১ পিতরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যারা এখন ঈশ্বরের লোক, তারা "স্বাদ পেয়েছে যে প্রভু অনুগ্রহশীল"। তারা সেইসব লোক, যারা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে ঈশ্বরের বাক্য "খেয়েছে", তাদের বিপরীতে, যারা ঈশ্বরের বাক্য খেতে অস্বীকার করছে। সমস্ত নবী শেষ দিনের কথা বলেন, এবং যোহনের সুসমাচারের ছয় নম্বর অধ্যায়ে যীশু বার্তা দিয়েছিলেন যে তাঁর শিষ্যদের অবশ্যই তাঁর মাংস খেতে ও তাঁর রক্ত পান করতে হবে। সেই অধ্যায়ে যেসব শিষ্য তাঁর মাংস খেতে ও তাঁর রক্ত পান করতে অস্বীকার করেছিল, তারা তা করেছিল ছেষট্টিতম পদে।

> সেই সময় থেকে তাঁর অনেকে শিষ্য ফিরে গেল, এবং আর তাঁর সঙ্গে চলল না। যোহন ৬:৬৬

শেষ দিনে যারা খ্রিস্টের দেহ খান ও রক্ত পান করেন সেই জ্ঞানীরা বোঝেন যে খ্রিস্ট, পালমনি হিসেবে, হলেন বিস্ময়কর গণনাকারী, এবং তা উপস্থাপিত হলে তারা তাঁর স্বাক্ষর চিনে নেন। ইজেকিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক পদে "৬৬৫" সংখ্যা রয়েছে; যারা দেখতে চান তাদের জন্য এটি স্পষ্ট যে এটি অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিষয়কে চিহ্নিত করছে। প্রথমটি হলো, বার্তাটি রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার আগের একটি সময়কালকে আচ্ছাদন করে বলে বোঝা উচিত। দ্বিতীয়টি হলো, "৬৬৬" সংখ্যা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের মাত্র দুটি পদের একটিতে রয়েছে, এবং সেই পদটি এই বলে নির্দিষ্ট যে "জ্ঞানীরা" শেষ দিনে তা বুঝবে।

> এখানে জ্ঞান আছে। যার বুদ্ধি আছে, সে পশুটির সংখ্যা গণনা করুক; কারণ সেটি একজন মানুষের সংখ্যা; আর তার সংখ্যা ছয় শত ছেষট্টি। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৮।

শেষ কালে জ্ঞানবুদ্ধি বোঝে এমন 'জ্ঞানীরা', যখন যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যের মোহর খোলা হবে, তখন জানবে যে '৬৬৬' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক, কারণ তারা সেই সংখ্যার ওপর জয়লাভ করবে। সুতরাং ইজেকিয়েল অষ্টম অধ্যায়ে এক ক্রমশ বাড়তে থাকা বিদ্রোহ উপস্থাপন করেন, যা চারটি ক্রমবর্ধমান ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে। শেষটি মূর্খদের সূর্যের সামনে নত হওয়া হিসেবে চিহ্নিত করে, এবং এভাবেই শেষ কালে যিরূশালেমের (অ্যাডভেন্টিজিম) বিচারকে চিহ্নিত করে। সেই বিচার চতুর্থ প্রজন্মে ঘটে। চারটি ঘৃণ্য কাজ হলো লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজিমের চার প্রজন্মের

প্রতীক।

প্রথম প্রজন্মের শুরু হয়েছিল ১৮৬৩ সালে, মোশির ‘সাত বার’ শপথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে। পঁচিশ বছর পরে ১৮৮৮ সালের বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছিল। একত্রিশ বছর পরে ১৯১৯ সালের বিদ্রোহ ঘটেছিল, যা ডব্লিউ. ডব্লিউ. প্রেসকটের বই ‘The Doctrine of Christ’ দিয়ে চিহ্নিত ছিল। তার আটত্রিশ বছর পর, ১৯৫৭ সালে, ‘Questions on Doctrine’ বই দিয়ে চিহ্নিত বিদ্রোহটি ঘটেছিল। এখন আমরা দেখাতে শুরু করব কেন এই চারটি মাইলফলক ইজেকিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের চারটি ঘৃণ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৮৬৩ সালে, লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ দুটি চার্টের পরিবর্তে একটি নতুন চার্ট চালু করেছিল; ওই দুটি চার্ট ছিল হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ‘দর্শনটি লিখ এবং তা ফলকের উপর স্পষ্ট কর।’ এই আদেশের পরিপূর্তি। ১৮৬৩ সালের চার্টটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিত্র থেকে ‘সাত সময়কাল’কে বাদ দেয়, যদিও ১২৬০, ১২৯০ ও ১৩৩৫-এর সঙ্গে ওই দুটি পবিত্র চার্টে তা ছিল। হাবাক্কূকে সেই আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফলকসমূহ (বহুবচনে) এমনভাবে প্রকাশিত হবে, ‘যেন যে পড়ে, সে দৌড়াতে পারে।’ ১৮৬৩ সালের চার্টটি এতটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল যে, এর সঙ্গে ব্যাখ্যার একটি হ্যান্ডআউট দেওয়া প্রয়োজন হত। অতিরিক্ত একটি হ্যান্ডআউট ছাড়া ১৮৬৩ সালের চার্টটির দিকে তাকিয়ে ‘দৌড়ানো’ সম্ভব ছিল না।

> আর সদাপ্রভু আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘দর্শনটি লিখ, এবং তা ফলকগুলোর উপর স্পষ্ট করে লিখ, যাতে যে পড়ে, সে দৌড়াতে পারে।’ হবকূক ২:২।

১৮৬৩ সালের চার্টটি ছিল একটি নকল, সত্যটিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে তৈরি, যেমন উইলিয়াম মিলার তাঁর স্বপ্নে দেখেছিলেন। দুটি পবিত্র চার্ট ছিল সেই চুক্তির প্রতীক, যে চুক্তি খ্রিস্ট করেছিলেন সেই জনগণের সঙ্গে, যারা সদ্য পৃথিবীর পশুর প্রকৃত প্রোটেস্ট্যান্ট শিং হিসেবে অবস্থান নিয়েছিল। ওই দুটি চার্ট মিলারাইটদের সঙ্গে খ্রিস্টের চুক্তিমূলক সম্পর্কের প্রতীক ছিল; খ্রিস্ট ১৮৪৪ সালে হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এসেছিলেন, এবং যখন তিনি এলেন, তিনি চুক্তির দূত হিসেবে এলেন। প্রাচীন ইস্রায়েল আধুনিক ইস্রায়েলকে চিত্রিত করে; এবং যখন খ্রিস্ট প্রাচীন ইস্রায়েলকে মিশরের দাসত্ব থেকে বের করে আনলেন, তখন তিনি সেই সময়কে প্রতীকায়িত করলেন, যখন তিনি আধুনিক ইস্রায়েলকে পোপতান্ত্রিক শাসনের এক হাজার দুইশো ষাট বছরের বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন। সিস্টার হোয়াইট বারবার এই দুই ইতিহাসকে সমান্তরাল ইতিহাস হিসেবে সমর্থন করেন।

> “অতীত যুগসমূহের সঞ্চিত আলো আমাদের উপর দীপ্যমান। ইস্রায়েলের বিস্মৃতিপ্রবণতার বিবরণ আমাদের আলোকপ্রাপ্তির জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। এই যুগে ঈশ্বর প্রত্যেক জাতি, বংশ, ও ভাষা থেকে নিজের নিকট এক জনগণ সমবেত করার জন্য তাঁর হাত প্রসারিত করেছেন। আগমন আন্দোলনে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারের জন্য কার্য সাধন করেছেন, যেমন তিনি ইস্রায়েলীয়দের মিসর থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বের করে আনার সময় করেছিলেন। ১৮৪৪ সালের মহা-নিরাশায় তাঁর জনগণের বিশ্বাস পরীক্ষা করা হয়েছিল, যেমন লোহিত সাগরের তীরে হিব্রুদের বিশ্বাস পরীক্ষা করা হয়েছিল।” টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৮, ১১৫, ১১৬।

যখন প্রভু প্রাচীন ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করলেন, তিনি চুক্তির সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে দুটি ফলক দিলেন। যখন প্রভু আধুনিক ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করলেন, তিনিও চুক্তির সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে দুটি ফলক দিলেন। দশ আজ্ঞার দুটি

ফলক হবক্কূকের দুটি ফলককে প্রতীকায়িত করে। লাল সাগর পার হওয়ার অল্পকাল পরই তিনি তাদের সেই দুটি ফলক দিলেন, যা সিস্টার হোয়াইট ১৮৪৪ সালের মহান হতাশার সঙ্গে মিলিয়ে দেখান। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৪৪-এর অল্পকাল পর প্রভু দ্বিতীয় ফলকটি উপস্থাপন করলেন। প্রাচীন ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের আইনের আমানতধারী করা হয়েছিল, আর আধুনিক ইস্রায়েলকে শুধু ঈশ্বরের আইনই নয়, সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যগুলোরও আমানতধারী করা হয়েছিল।

> "ঈশ্বর এই সময়ে, যেমন তিনি প্রাচীন ইস্রায়েলকে ডাক দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর কলিসিয়াকে পৃথিবীতে আলোরূপে দাঁড়াতে ডাক দিয়েছেন। সত্যের শক্তিশালী কুঠার দ্বারা—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাগুলির মাধ্যমে—তিনি তাঁদেরকে অন্যান্য কলিসিয়াসমূহ ও জগত থেকে পৃথক করছেন, যেন তাঁদেরকে নিজের সঙ্গে পবিত্র নৈকট্যে আনেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর ব্যবস্থার সংরক্ষক করছেন এবং এই সময়ের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর মহান সত্যসমূহ তাঁদের নিকট অর্পণ করছেন। যেমন পবিত্র বাণীসমূহ প্রাচীন ইস্রায়েলের নিকট অর্পিত ছিল, তেমনি এগুলোও বিশ্বকে জানানোর জন্য একটি পবিত্র আমানত।" Testimonies, খণ্ড ৫, ৪৫৫.

প্রথম দুটি আজ্ঞা মূর্তিপূজার প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণা প্রকাশ করে, এবং সেই প্রথম দুটি আজ্ঞায় তিনি ঘোষণা করেন যে শাস্তি তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত কার্যকর হয়, কারণ তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর।

> এই সময়ে আইনটি কেবলমাত্র ইব্রীয়দের সুবিধার জন্য উচ্চারিত হয়নি। ঈশ্বর তাঁদের তাঁর আইনের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক করে সম্মানিত করেছিলেন, কিন্তু তা সমগ্র বিশ্বের জন্য এক পবিত্র আমানত হিসেবে রক্ষিত হওয়ার কথা ছিল। দশ আজ্ঞার বিধানসমূহ সমগ্র মানবজাতির জন্য উপযোগী, এবং সেগুলি সকলের শিক্ষা ও পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছিল। দশটি বিধান—সংক্ষিপ্ত, সর্বব্যাপী ও কর্তৃত্বপূর্ণ—মানুষের ঈশ্বরের প্রতি এবং সহমানুষের প্রতি কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে; এবং এগুলো সবই প্রেম নামক মহান মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। ‘তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে প্রেম করবে; এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের ন্যায় প্রেম করবে।’ লূক ১০:২৭। আরও দেখুন: ব্যবস্থাবিবরণী ৬:৪, ৫; লেবীয় ১৯:১৮। দশ আজ্ঞায় এই নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মানুষের অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রয়োগ করা হয়েছে।
>
> 'তুমি আমার সম্মুখে অন্য কোনো দেবতা রাখবে না।'
>
> যিহোবা, চিরন্তন, স্বয়ম্ভূ, অসৃষ্ট—তিনি নিজেই সবকিছুর উৎস ও ধারক-পালনকর্তা—সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও উপাসনার একমাত্র অধিকারী। মানুষকে নিষেধ করা হয়েছে তার ভালোবাসা বা সেবায় অন্য কোনো কিছুকে প্রথম স্থান দিতে। আমরা যে কোনো কিছু লালন করি যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম কমিয়ে দেয় বা তাঁর প্রাপ্য সেবায় বাধা দেয়, সেটাকেই আমরা দেবতা বানিয়ে ফেলি।
>
> 'তুমি নিজের জন্য কোনো খোদাই করা মূর্তি, কিংবা উপরের আকাশে যা আছে, পৃথিবীর নিচে যা আছে, অথবা পৃথিবীর তলের জলে যা আছে, এমন কোনো কিছুর কোনো প্রতিরূপ তৈরি করবে না; তুমি তাদের সামনে নত হবে না, তাদের সেবা করবে না।'

> দ্বিতীয় আজ্ঞা প্রতিমা বা সদৃশ রূপের মাধ্যমে সত্য ঈশ্বরের উপাসনাকে নিষিদ্ধ করে। বহু পৌত্তলিক জাতি দাবি করেছিল যে তাদের প্রতিমাগুলি কেবল আকৃতি বা প্রতীক, যার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপাসনা করা হয়; কিন্তু ঈশ্বর এমন উপাসনাকে পাপ বলে ঘোষণা করেছেন। চিরন্তনজনকে জড় বস্তু দ্বারা প্রতিরূপিত করার প্রচেষ্টা ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে খর্ব করবে। যিহোবার অসীম পরিপূর্ণতা থেকে মন ফিরলে, তা সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে সৃষ্টির প্রতিই আকৃষ্ট হবে। আর ঈশ্বর সম্পর্কে তার ধারণা যত হ্রাস পাবে, ততই মানুষ অধঃপতিত হবে।
>
> ‘আমি প্রভু, তোমার ঈশ্বর—আমি এক ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর।’ ঈশ্বরের তাঁর জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র সম্পর্ককে বিবাহের প্রতীকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মূর্তিপূজা যেহেতু আধ্যাত্মিক ব্যভিচার, তাই এর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অসন্তোষকে যথার্থই ঈর্ষা বলা হয়। Patriarchs and Prophets, 305, 306.

ঈশ্বরের ঈর্ষা বিশেষভাবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রকাশ পায়, এবং এটা কাকতালীয় নয় যে ইজেকিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ে প্রথম ঘৃণিত বস্তুটি হলো "ঈর্ষার মূর্তি"।

> আর ষষ্ঠ বছরে, ষষ্ঠ মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যখন আমি আমার ঘরে বসেছিলাম এবং যিহূদার প্রবীণেরা আমার সামনে বসেছিল, তখন সেখানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের হাত আমার উপর পড়ল। তারপর আমি দেখলাম, এবং দেখো, আগুনের মতো চেহারার এক সদৃশ; তার কোমর থেকে নিচের দিকে আগুন, আর কোমর থেকে উপরের দিকে উজ্জ্বলতার মতো, যেন অ্যাম্বারের রঙের মতো দীপ্তি। এবং তিনি হাতের মতো এক আকৃতি বাড়ালেন, এবং আমার মাথার একগুচ্ছ চুল ধরে আমাকে তুললেন; আর আত্মা আমাকে পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে তুলে নিল, এবং ঈশ্বরের দর্শনে আমাকে যিরূশালেমে নিয়ে গেলেন, উত্তরমুখী সেই অভ্যন্তরীণ ফটকের দ্বারে, যেখানে ঈর্ষা উদ্রেককারী সেই ঈর্ষার মূর্তির আসন ছিল। আর দেখ, সমতলে আমি যে দর্শন দেখেছিলাম, সেই অনুসারে সেখানে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, মনুষ্যপুত্র, এখন উত্তর দিকে তোমার চোখ তোলো। তাই আমি উত্তর দিকের দিকে আমার চোখ তুললাম, আর দেখ, উত্তর দিকে বেদীর ফটকে, প্রবেশপথে, সেই ঈর্ষার মূর্তিটি আছে। ইজেকিয়েল ৮:১-৫।

ঈর্ষার মূর্তিটি ইজেকিয়েলকে দেখানো ক্রমশ তীব্রতর চারটি ঘৃণ্যতার মধ্যে প্রথমটি। ঈর্ষার মূর্তিটি অ্যাডভেন্টিজমে চার প্রজন্মব্যাপী ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের প্রথমটির সূচনাকে নির্দেশ করে। প্রথম প্রজন্ম শুরু হয়েছিল ১৮৬৩ সালে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> “প্রাচীন নবীদের প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের সময়ের জন্য অপেক্ষা আমাদের সময়ের জন্যই অধিক কথা বলেছেন; অতএব তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জন্য কার্যকর। ‘এখন এই সকল বিষয় তাদের প্রতি দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটিয়াছিল; এবং যাহাদের উপর যুগসমূহের অন্ত উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের সতর্কবাণীর জন্য তাহা লিখিত আছে।’ 1 Corinthians 10:11। ‘তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের জন্যই সেই সকল বিষয়ের পরিচর্যা করিতেছিলেন, যাহা এখন তোমাদের নিকট প্রচার করা হইয়াছে সেই সকলের দ্বারা, যাহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার সহায়তায় তোমাদের নিকট সুসমাচার প্রচার করিয়াছে; যে সকল বিষয়ের মধ্যে স্বর্গদূতগণও দৃষ্টিপাত করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন।’ 1 Peter 1:12....”
>
> “এই শেষ প্রজন্মের জন্য বাইবেল তার ধনভাণ্ডার সঞ্চিত করে একত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের সকল মহান ঘটনা এবং গম্ভীর কার্যাবলি এই অন্তিম

দনিে মণ্ডলীতে পুনরাবৃত্ত হয়ছে,ে এবং হচ্ছ।ে" Selected Messages, book 3, 338, 339.